প্রথম আলো

তারিখ 03 MAR 2014
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৬

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্রলীগের দুই পক্ষে ব্যাপক সংঘর্ষ, গুলি আহত ২৬

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ●

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদকের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। গতকাল রোববার বেলা তিনটার দিকে শুরু হওয়া দুই দফা সংঘর্ষের সময় উভয় পক্ষই গুলি ছোড়ে। এতে একজন গুলিবিদ্ধসহ অন্তত ২৬ জন আহত হন।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে প্রথমবারের মতো নারী উপাচার্য হিসেবে অধ্যাপক ফারজানা ইসলামের নিয়োগের দিন ছাত্রলীগের দুই পক্ষ সংঘর্ষে জড়াল।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, নতুন কলা ভবনের সামনে ভর্তি পরীক্ষা উপলক্ষে স্থাপন করা একটি দোকানে গতকাল বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের মীর মশাররফ হোসেন হলের ২৩ জন নেতা-কর্মী দুপুরের খাবার খান। তাঁদের খাওয়ার বিল হয় পাঁচ হাজার টাকা। কিন্তু দোকানের মালিককে ৫০০ টাকা ধরিয়ে দেন উপ-সমাজসেবা সম্পাদক বশিরুল হক। বাকি টাকা ওই হলের ছাত্র ও সাংগঠনিক সম্পাদক ফয়সাল হোসেন দেবেন বলে তিনি দোকানদারকে জানান।

এ বিষয়ে শহীদ সালাম বরকত হলের ছাত্র এবং ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক রাজীব আহমেদের কাছে অভিযোগ করেন দোকানের মালিক। এ ঘটনা নিয়ে ছাত্রলীগের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং অন্য নেতা-কর্মীরা বেলা তিনটার দিকে পাশের একটি দোকানে আলোচনায় বসেন। আলোচনার একপর্যায়ে উভয় হলের নেতা-কর্মীরা বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। রামদা, রড ও পাইপ নিয়ে এক পক্ষ অন্য পক্ষকে আক্রমণ করে। এতে উভয় পক্ষের সাতজন আহত হন। পরিস্থিতি শান্ত হলে প্রক্টরিয়াল বডির সদস্যরা উভয় হলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। এ সময় প্রশাসনিক ভবনের সামনে প্রায় ১০০ পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

বিকেল সাড়ে চারটার দিকে শহীদ সালাম বরকত হলের ছাত্রলীগের সশস্ত্র নেতা-কর্মীরা মীর মশাররফ হোসেন হলের সামনে এলে দ্বিতীয় দফা সংঘর্ষ শুরু হয়। এ সময় উভয় পক্ষ ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে এবং ১০টি গুলি ছোড়ে। এতে ছাত্রলীগের নেহাল নামের এক কর্মী গুলিবিদ্ধ এবং উভয় পক্ষের অন্তত ১৮ জন আহত হন। নেহাল আল-বেরুনী এক্সটেনশন হলের ছাত্র। সালাম-বরকত হলের ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা এ সময় মীর মশাররফ হোসেন হলের প্রশাসনিক ভবন এবং হলের সামনে তিনটি দোকান ভাঙচুর করেন। প্রায় ৩০ মিনিট সংঘর্ষ চলার পর পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে মীর মশাররফ হোসেন হলে একটি টিয়ার গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে দুই প্লাটুন পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

সংঘর্ষের ব্যাপারে জানতে শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি মাহমুদুর রহমানকে ফোন করা হলে তিনি ফোন ধরেননি। শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক রাজীব আহমেদ বলেন, 'আমরা সাংগঠনিকভাবে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেব।'

প্রক্টর মোহা. মুজিবুর রহমান বলেন, 'সংঘর্ষের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেব।' বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত উপাচার্য ফারজানা ইসলাম বলেন, 'বিষয়টি অনাকাঙ্ক্ষিত। এ ব্যাপারে তদন্ত কমিটি গঠন করব।'